দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 24 DEC 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

C46

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার

উচ্চ শিক্ষার মূলে রয়েছে উন্নত প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুসঠু পদ্ধতির উপর নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার চেতনা ও বিকাশ। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতার সহায়ক। একথা শিক্ষক এবং অভিভাবক মহলকে সহজে মেনে নিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন। সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাকে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে হয়। এজন্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দরিদ্র শ্রেণীকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা দরকার। আমাদের দেশে শিক্ষার হার ২৩% থেকে ২৪%। এই হার আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি হলে ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষার হার ৪৫% থেকে ৫০% করা সম্ভব।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রেণীর অনেকেই এখনো এ বিষয়টি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নন। শিক্ষার উপকরণসহ কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই শ্রেণী বাড়তি খরচ মনে করে সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি গুরুত্ব দেন না। তাছাড়া অনেকের ঘরে এখনো রেডিও, টেলিভিশন নেই কিংবা আশেপাশের কোন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলেও যায় না। অভিভাবক মহলও তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানো তেমন কোন প্রয়োজন মনে করেন না। এর কারণ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা আমাদের দেশে নেই।

বিনামূল্যে বই বিতরণ ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ দিয়েও আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। প্রচার মাধ্যমগুলোতেও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যায়।

সেই আদি যুগের শিক্ষা বিস্তার এবং উদ্বুদ্ধকরণে শিক্ষা গুরুরাই প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। এজন্য নিজ খরচে তারা মঠ তৈরী করতেন। বর্তমানেও সেই সমস্যার মত এখনো অনেক গ্রামে প্রাথমিক স্কুল নেই। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি হলেও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণ তেমন কোন ভূমিকা পালন করছেন না।

অশিক্ষিত লোক শিক্ষার প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না। আর তাই সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও ভাবেন না। এজন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপামর জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রণয়ণের সাথে সাথে শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা মিটাতে হবে। সেই ক্ষেত্রেও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ উচ্চ শিক্ষার সহায়তায় শিক্ষার হার বাড়ানোর উপর নির্ভর করে জাতীয় উন্নতি। তাই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ ভূমিকা পালন করলে আমরা শিক্ষিত জাতি হিসাবে বিশ্বের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব।

—মোস্তফা খান